বিআর৫

বিআর৫ চাষ করে
পোলাও হবে ঘরে ঘরে

ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

জাত পরিচিতি

বিআর৫ আমন মৌসুমের ধান। স্থানীয় বাদশাভোগ ধান থেকে বিশুদ্ধ সারি বাছাইকরণের পদ্ধতিতে বিআর৫ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৭৬ সালে উদ্ভাবন করে। জাতটির জনপ্রিয় নাম দুলাভোগ।

বিআর৫

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এটি একটি আলোক সংবেদনশীল জাত।
- এ ধানের চালে সুগন্ধ আছে বিধায় পোলাও করার জন্য খুবই উপযোগী।
- এর উচ্চতা ১২০ সেন্টিমিটার।
- চাল ছোট ও গোলাকৃতি।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বিআর৫ একটি আলোক সংবেদনশীল জাত বলে ভাদ্র মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বপন করে ভাল ফলন পাওয়া যাবে। অর্থাৎ নাবী চাষের জন্যও এ জাতটি উপযুক্ত। ফলনও স্থানীয় জাতের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ এবং বাজার মূল্য ভাল বিধায় এ জাত চাষ করে কৃষকগণ লাভবান হতে পারেন।

জীবনকাল

এ জাতের জীবনকাল ১৫০ দিন।

ফলন

হেক্টর প্রতি ৩ টন।

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন :** ১০-১৫ শ্রাবণ (২৫-৩০ জুলাই)।

২. **চারার বয়স :** ২৫-৩০ দিন।

৩. রোপণ দূরত্ব : ২৫X১৫ সেন্টিমিটার।

৪. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

৪.১ **ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম জিংক**

২০ ১৩ ৯ ৮ ১.৫

৪.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া প্রয়োগ করা উত্তম।

৫. **আগাছা দমন :** রোপণের পর অন্তত ৩০-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছামুক্ত রাখা আবশ্যক।

৬. **সেচ ব্যবস্থাপনা :** ধানের চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৭. **রোগবালাই দমন :** বিআর৫ টুংরো ও ব্লাস্ট রোগ প্রতিরোধশীল জাত।

৮. **ফসল পাকা ও কাটা :** ১০-১৫ অগ্রহায়ণ (২৫-৩০ নভেম্বর)।

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd